সেপ্টেম্বর ২০২৩

যৌন শোষণ, নির্যাতন এবং হয়রানি থেকে সুরক্ষার জন্য একটি সাধারণ পন্থা

পর্ব ১ *:* পদক্ষেপ গ্রহণের যৌথ লক্ষ্য

সম্মিলিতভাবে দারিদ্র্য, সংঘাত, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করার মাধ্যমে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত এবং টেকসই ভবিষ্যত প্রদানের লক্ষ্যে সরকার, ব্যক্তিখাত, নাগরিক সমাজ, বহুপাক্ষিক সংস্থা এবং অন্যান্য অনেক অংশীজনদেরকে সহায়তা করার জন্য টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা ২০৩০ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি[১]*) মাধ্যমে একটি উন্নয়ন কাঠামো প্রদান করা হয়েছে।*

অংশীদারিত্ব, সহায়তা, সমর্থন এবং বিভিন্ন দেশ এবং অভাবগ্রস্ত মানুষদেরকে সুরক্ষা প্রদান করার মাধ্যমে মানবিক সহায়তা, উন্নয়ন এবং শান্তিরক্ষা করা (হিউম্যানিটেরিয়ান, ডেভেলপমেন্ট এন্ড পিস কিপিং- এইচডিপি[২]) এই প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু এইচডিপি সংস্থা বা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত যৌন শোষণ ও নির্যাতন এবং যৌন হয়রানির (এসইএএইচ[২]) কারণে এইচডিপির অর্জন ক্ষুন্ন হয়।

যৌন শোষণ ও নির্যাতন এবং যৌন হয়রানি হলো সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য ক্ষমতার অপব্যবহার এবং বিশ্বাসের লঙ্ঘন। এটির মূলে রয়েছে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা, যা প্রায়ই অসমতা, বিশেষ করে লিঙ্গ বৈষম্যের সাথে সম্পর্কিত । নারী ও মেয়ে শিশুরা বেশিরভাগ সময় আক্রান্ত হয়, তবে পুরুষ, ছেলে শিশু এবং বিভিন্ন পরিস্থিতি ও কারণে ক্ষমতায় পিছিয়ে থাকা এবং প্রান্তিক ব্যক্তিরাও এতে আক্রান্ত হতে পারে। সংঘাত এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো কারণে (যেগুলো বিপদাপন্নতা বৃদ্ধি করে) যৌন শোষণ, নির্যাতন এবং যৌন হয়রানির ঝুকিঁর মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

এইচডিপি (হিউম্যানিটেরিয়ান, ডেপেলপমেন্ট এন্ড পিসকিপিং) ব্যবস্থায় যুক্ত সকলকেই সক্রিয়ভাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করতে হবে যাতে করে এই কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা অন্যদের যৌন শোষণ, নির্যাতন, বা হয়রানি করতে না পারে, এমনকি নিজেদের পদমর্যাদার ক্ষমতা অপব্যবহার করে এই বিষয়ে সমর্থন, সুরক্ষা ও বিনিয়োগ করতে না পারে । জলবায়ু পরিবর্তন, অস্থিরতা ও সংঘাতের কারণে যৌন শোষণ, নির্যাতন এবং যৌন হয়রানির ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়, যার ফলে এইচডিপি'র সহায়তার প্রয়োজনও বৃদ্ধি পায়।

এইচডিপি বিষয়ক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে যৌন শোষণ, নির্যাতন এবং যৌন হয়রানি বিষয়ে "নিষ্ক্রিয়তার জন্য শূন্য-সহনশীলতা" পন্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এর অর্থ হলো ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী ও কর্মীদের সুরক্ষার জন্য সকল ধরনের যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ নেওয়া এবং এসইএএইচ-এর ঘটনাগুলো প্রতিরোধ করা; উদ্বেগ জানানোর পথ তৈরি বা শক্তিশালী করা; এবং ভিক্টিম-সার্ভাইভারদের অধিকার, মর্যাদা এবং প্রয়োজনগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে উদ্বেগ এবং অভিযোগের প্রেক্ষিতে দৃঢ়ভাবে সাড়া প্রদান করা[২]।

শূন্য সহনশীলতার নীতি প্রয়োগের জন্য নীতিমালা, অঙ্গীকার এবং মানদণ্ড তৈরি এবং গ্রহণ করা হয়েছে। তবে সেগুলো পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত নয় বা এইচডিপির কর্মপ্রক্রিয়াজুড়ে নিয়মিতভাবে প্রয়োগ করা হয় না। এসইএএইচ

বিষয়ক সুরক্ষার সাধারণ পন্থা (সিএপিএসইএএইচ)-এর মাধ্যমে প্রথম বারের মতো এসইএএইচ থেকে সুরক্ষার বিদ্যমান অনুশীলন, নীতি এবং মানদণ্ডগুলো একত্রিত করে একটি নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে।

এই নির্দেশিকাটি এইচডিপি ব্যবস্থাজুড়ে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য তৈরি করা, এবং যৌন শোষণ ও নির্যাতন থেকে সুরক্ষার কাজে সকলেই এটি ব্যবহার করতে পারেন। এইচডিপির সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন ব্যক্তিদেরও এটি ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে।

যৌন শোষণ, নির্যাতন এবং হয়রানি থেকে সুরক্ষার জন্য একটি সাধারণ পন্থা (কমন এপ্রোচ টু প্রটেকশন ফ্রম সেক্সুয়্যাল এক্সপ্লয়টেশন, এবিউজ এন্ড হ্যারাসমন্টে- সিএপিএসইএএইচ) এর লক্ষ্য হলো প্রচেষ্টার সমন্বয় করা; জবাবদিহিতা আরও উন্নত করা; এসইএএইচ-এর ঘটনা প্রতিরোধ করা; এবং ভিক্টিম-সার্ভাইভারদের প্রতি সাড়াদান ও সহযোগিতা উন্নত করা। শান্তি, সমৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে বৈশ্বিক, আঞ্চলিক, জাতীয় এবং স্থানীয় প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার জন্য এটির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সিএপিএসইএএইচ-এর চারটি অংশ রয়েছে : পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য যৌথ লক্ষ্য; পিএসইএএইচ-এর কাজকে সমর্থন করার জন্য সাধারণ নীতিমালা; ন্যূনতম প্রস্তাবিত পদক্ষেপ; এবং বিভিন্ন অংশীজনেরা কীভাবে পদক্ষেপগুলো অনুশীলন করতে পারেন সে সম্পর্কে নির্দেশনা। এই খসড়াটি কীভাবে তৈরি করা হয়েছে এবং আপনি কীভাবে পরামর্শ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হতে পারেন সে তথ্যসহ সম্পূর্ণ সংস্করণটি অনলাইনে দেখুন : [capseah.safeguardingsupporthub.org]

পর্ব ২ : পিএসইএএইচ-এর সাধারণ মূলনীতিসমূহ

এই নীতিগুলো মানবিক সহায়তা, উন্নয়ন বা শান্তিরক্ষামূলক কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণে অবশ্যই সহায়তা ও নির্দেশনা প্রদান করবে। এইচডিপি সেক্টরের বাইরের অন্যান্য সংস্থার (তাদের কাজ টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা ২০৩০ সালের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক বা না হোক), জন্যও এগুলো প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

1. **এসইএএইচ নিষিদ্ধ।** এসইএএইচ গুরুতর অসদাচরণ বলে গণ্য হতে পারে এবং চুক্তি বাতিলের পাশাপাশি ফৌজদারি, বেসামরিক বা সামরিক আইনের আওতায় সম্ভাব্য মামলার কারণ হতে পারে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড হলো ক্ষমতার অপব্যবহার এবং এগুলোর কারণে এইচডিপির প্রচেষ্টা ও প্রয়াস ব্যর্থ হয়। বিশেষ করে:
    a. **যৌন সুবিধা বা অন্যান্য ধরনের অপমানজনক, অবমাননাকর বা নিপীড়নমূলক আচরণসহ যৌনতার জন্য অর্থ, কর্মসংস্থান, পণ্য বা পরিষেবার বিনিময় নিষিদ্ধ।** এর মধ্যে এইচডিপির সহায়তার আওতায় থাকা ব্যক্তি বা কমিউনিটির প্রাপ্য যে-কোনো ধরনের সহায়তা বা সুরক্ষা বিনিময়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

    b. **পদ বা পদবীর অপব্যবহার করার মাধ্যমে অথবা ক্ষমতার অপব্যবহার এবং ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা কে ব্যবহার করে** এইচডিপিতে কর্মরত ব্যক্তিদের **নিজেদের মধ্যে কিংবা উপকারভোগীদের সাথে যে-কোনো ধরনের যৌন সম্পর্কনিষিদ্ধ।**

c. **স্থানীয় আইন অনুযায়ী সাবালকত্ব বা সম্মতি প্রদানের বয়স যা-ই হোক না কেন, এইচডিপির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক শিশুদের (১৮ বছরের কম বয়সী ব্যক্তি) সাথে যৌন কর্মে লিপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ।** কোনও শিশুর বয়স সম্পর্কে ভুল ধারণা অজুহাত হিসাবে গৃহীত হবে না।

2. **নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা।** এর অর্থ হলো এসইএএইচ সংক্রান্ত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা, প্রতিরোধের জন্য পদক্ষেপ নিতে নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা, এসইএএইচ সংক্রান্ত ঘটনার রিপোর্ট করা বা সাড়া প্রদানেরর ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়তার জন্য শূন্য সহনশীলতা; এবং ভিক্টিম- সার্ভাইভার অথবা /হুইসেলব্লোয়ার (তথ্য প্রকাশকারী) এর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ পরায়ণার ক্ষেত্রে শূন্য সহনশীলতা। এর অর্থ এই নয় যে, রিপোর্ট করার মতো এসইএএইচ বিষয়ক কোনো অভিযোগ থাকবে না। রিপোর্ট করাকে উৎসাহিত করা হয় এবং সে কারণে শাস্তি দেওয়া হবে না।

3. **পিএসইএএইচ বিষয়ক পন্থাগুলো ভিক্টিম-সার্ভাইভারকেন্দ্রিক হতে হবে।** এইচডিপি ব্যবস্থায় যুক্ত সরকার, সংস্থা এবং ব্যক্তিদেরকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা পিএসইএএইচ বিষয়ে পন্থা নির্ধারণের সময় এবং তাদের কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট এসইএএইচ-এর অভিযোগের প্রেক্ষিতে সাড়া প্রদানের সময় ভিক্টিম-সার্ভাইভারদের কথা শুনবেন এবং তাদের অধিকার, সুরক্ষা, প্রয়োজন, কল্যাণ এবং মর্যাদাকে অগ্রাধিকার দিবেন।

4. **দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিতাপূর্ণ হতে হবে।** এইচডিপি ব্যবস্থায় যুক্ত ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলোকে সর্বদা সততার সাথে কাজ করতে হবে এবং এসইএএইচ ঘটনার প্রতিরোধ করা, রিপোর্ট করা এবং সাড়া প্রদানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা ও বজায় রাখার দায়িত্ব নিতে হবে। ব্যবস্থাপক এবং নেতৃত্বে থাকা ব্যক্তিদের এই সংস্কৃতি ও পদ্ধতি বজায় রাখার একটি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। এজেন্সি, সংস্থা এবং সরকারগুলোকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, এসইএএইচ-এর ঝুঁকি সনাক্ত ও প্রশমিত করা, এসইএএইচ-এর সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা; ভিক্টিম-সার্ভাইভারসহ তাদের নিজেদের কর্মীদের যৌন শোষণ ও নিপীড়নের কারণে জন্ম নেওয়া শিশুদের উপযুক্ত প্রতিকার ও সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় রিসোর্স এবং কার্যকর কর্মপ্রক্রিয়া রয়েছে।

.

5. **এসইএএইচ সংশ্লিষ্ট কোনো সন্দেহ এবং রিপোর্টের ভিত্তিতে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।** এসইএএইচ-এর প্রতিবেদন, উদ্বেগ বা সন্দেহের ক্ষেত্রে জোরালো এবং আন্তরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এইচডিপি ব্যবস্থায় যুক্ত প্রত্যেকেরই তাদের কাজের সাথে প্রাসঙ্গিক রিপোর্টিং প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা থাকতে হবে এবং এসইএএইচ সংশ্লিষ্ট কোনো সন্দেহ বা অভিযোগের রিপোর্ট করার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে হবে। একই প্রতিষ্ঠানের হোক বা না হোক, অন্য কোনো কর্মীর বিষয়ে উদ্বেগ বা সন্দেহ থাকলে তা অবশ্যই জানাতে হবে।

6. **গোপনীয়তাকে সম্মান করতে হবে এবং প্রতিশোধ থেকে সুরক্ষা দিতে হবে।** অভিযোগের সাথে জড়িত সকলের গোপনীয়তা এবং মর্যাদাকে সম্মান দিতে হবে এবং প্রতিশোধের বিরুদ্ধে তাদেরকে সুরক্ষা দিতে হবে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন ভিক্টিম-সার্ভাইভার, অভিযোগকারী, সাক্ষী এবং হুইসেলব্লোয়ার (তথ্য প্রকাশকারী)।

পর্ব ৩ : ন্যূনতম সুপারিশকৃত পদক্ষেপ

পর্ব ২-এ উল্লেখিত পিএসইএএইচ-এর সাধারণ নীতিসমূহ বাস্তবায়নে এইচডিপি ব্যবস্থায় যুক্তসকল ব্যক্তি ও সংস্থাকে সাহায্য করার জন্য এই পদক্ষেপগুলো সুপারিশ করা হচ্ছে, যাতে তারা এসইএএইচ থেকে সুরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে সক্ষম হন। বিভিন্ন ধরনের এবং আকারের সংস্থাগুলো তাদের কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে এবং প্রাসঙ্গিকভাবে এগুলো প্রয়োগ করতে পারে।

১. মানদণ্ড : পিএসইএএইচ বিষয়ে স্পষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করুন, সকলকে জানান এবং বজায় রাখুন।

a. এমন একটি পিএসইএ নীতি/কৌশল গ্রহণ এবং প্রয়োগ করুন, যা উল্লেখিত সাধারণ নীতিমালা এবং কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

b. পিএসইএএইচ নীতিমালা এবং আচরণের মানদণ্ড আচরণবিধিতে যুক্ত করা নিশ্চিত করুন। প্রয়োজন হলে আচরণবিধি তৈরী করুন।

c. নিশ্চিত করুন যে সকল কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক এবং বাস্তবায়নকারী অংশীদারগণ পিএসইএএইচ নীতি/কৌশল এবং আচরণবিধি সম্পর্কে অবগত। এটি যেভাবে করা যেতে পারে : বাধ্যতামূলক ইন্ডাকশন এবং নিয়মিত রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ; কাজের চুক্তি, কাজের বিবরণ এবং সহযোগিতার চুক্তিতে এই বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা; পিএসইএএইচ-এ বিষয়ক প্রত্যাশা পূরণের জন্য অংশীদারদের সক্ষমতা মূল্যায়ন করা; এবং কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা ও মূল্যায়নকালে নীতিমালা অনুসরণের বিষয়ে আলোচনা করা।

২. নেতৃত্ব : নেতৃত্বে থাকা ব্যক্তিকে দৃঢ় মনোভাব প্রদর্শনে অগ্রগামী হতে হবে এবং এসইএএইচ-এর ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার একটি জবাবদিহিমূলক প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।

a. কর্মী ও সহকর্মীদের মাঝে নিয়মিতভাবে পিএসইএএইচ-এর গুরুত্ব তুলে ধরা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সম্মানজনক কর্মসংস্কৃতি এবং পরিবেশ (যেখানে কর্মী ও উপকারভোগী কমিউনিটি উদ্বেগ প্রকাশ করতে সমর্থ) গড়ে তোলার মাধ্যমে নেতৃত্বে থাকা ব্যক্তিদেরকে এই বিষয়ে তাদের স্পষ্ট অঙ্গীকার প্রকাশ করতে হবে।

b. নেতৃবৃন্দ নিশ্চিত করবেন যে মূল কার্যক্রম এবং নির্দিষ্ট প্রকল্পে পিএসইএএইচ নীতিমালা এবং পন্থাগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক সম্পদ আছে, এবং এগুলোর বাস্তবায়ন ও প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

c. নেতৃবৃন্দের উচিত পিএসইএএইচ চ্যাম্পিয়ন বা ফোকাল পয়েন্টদেরকে চিহ্নিত করা, প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং সমর্থন করা, যারা পিএসইএএইচ নীতিমালা ও পন্থার সমন্বয় ও বাস্তবায়নে সাহায্য করতে পারে এবং যারা তাদের ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ ও প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত স্টেকহোল্ডারদের কাছে অগ্রগতির বিষয়ে রিপোর্ট করবে।

d. পিএসইএএইচ সম্পর্কিত নির্দিষ্ট দায়িত্বগুলো উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকসহ সকল প্রাসঙ্গিক চাকরির বিবরণ এবং কর্মক্ষমতা মূল্যায়নে (পারফরমেন্স এপ্রাইজাল) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।।

৩. যোগাযোগ : ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটি এবং অংশীদারদের সাথে পরামর্শ করুন, তাদেরকে অবহিত করুন এবং তাদের সাথে সমন্বয় করুন।

a. পিএসইএএইচ পন্থা, প্রকল্প/কর্মসূচি এবং রিপোর্টিং পদ্ধতি তৈরির সময় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সহযোগিতা নিন, তাদের কথা শুনুন, এবং জানুন যে কোন পরিস্থিতি তাদের সবচেয়ে বেশি এসইএএইচ-এর ঝুঁকিতে ফেলছে, এবং সম্ভব হলে ভিক্টিম ও সার্ভাইভারদের সাথেও কথা বলুন।

b. এইচডিপি কর্মসূচি এবং কার্যক্রমের সাথে যুক্ত স্থানীয় কমিউনিটি,ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী এবং অন্যদের ক্ষমতায়নের জন্য এবং কোন ধরনের আচরণ তারা প্রত্যাশা করতে পারে, কীভাবে রিপোর্ট করতে হয়, রিপোর্ট করলে কী হয়, তাদের অধিকার এবং তাদের জন্য কোন ধরনের সহায়তার ব্যবস্থা রয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে জানাতে পিএসইএইচ সংশ্লিষ্ট তথ্য জানান এবং নারী অধিকার, মানবাধিকার সংগঠনএবং জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসহ নাগরিক সমাজের সাথে সম্পৃক্ত হোন। স্থানীয় প্রেক্ষাপট, সংস্কৃতিকে আমলে নিয়ে এবং সকলের কাছে সহজগম্য হয় এমনভাবে এই কাজগুলো করতে হবে।

c. পিএসইএএইচ নেটওয়ার্ক এবং সমন্বয় প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করুন এবং পিএসইএএইচ বিষয়ক পন্থাগুলোকে কার্যকর করার জন্য সহকর্মী এবং অংশীদারদেরকে সহযোগিতা করুন। ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কাছে জবাবদিহিতা বজায় রাখার জন্য এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতাকে প্রতিরোধ ও সাড়াদানের জন্য সম্ভব হলে বিদ্যমান কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে কাজ করুন।

৪. প্রতিরোধ : ঝুঁকি মূল্যায়ন করুন এবং সমস্ত কার্যকলাপের ক্ষেত্রে এসইএএইচ প্রতিরোধ করার জন্য পদক্ষেপ নিন

a. মিশন, অফিস, প্রকল্প এবং অন্যান্য কার্যক্রমের ডিজাইন এবং পরিচালনার মধ্যে পিএসইএএইচ ব্যবস্থা (এসইএএইচ ঝুঁকি মূল্যায়ন, ব্যবস্থাপনা, প্রতিবেদন এবং সনাক্তকরণ ব্যবস্থা) যুক্ত করুন।

b. স্থানীয় প্রেক্ষাপট এবং ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীগুলোর নির্দিষ্ট দুর্বলতা এবং প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে এসইএএইচ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিগুলোর মূল্যায়ন করুন। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করুন যাতে ভিক্টিম-সার্ভাইভার, ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটি এবং কর্মসূচির সংস্পর্শে আসা অন্যদের জন্য এসইএএইচ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিগুলোকে সামনে আনার এবং প্রতিরোধ ও ঝুঁকি প্রশমনের কৌশলগুলো তৈরি করার ক্ষেত্রে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ থাকে।

c. লিঙ্গ অসমতা এবং অন্যান্য ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা মোকাবেলার বৃহত্তর প্রচেষ্টা অনুধাবন করুন এবং সমর্থন করুন। এগুলো নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে এসইএএইচ-এর ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।

d. এসইএএইচ-এর ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ রোধ করতে প্রাসঙ্গিক ভেটিং স্কিম এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া ব্যবহার করুন।

৫. সাড়াদান : রিপোর্টিং উৎসাহিত করুন, এবং ঘটনা ঘটলে দায়িত্বশীল হোন

a. কর্মী ও কার্যক্রম সম্পর্কিত অভিযোগ গ্রহণ এবং উদ্বেগ সনাক্ত করার জন্য নিরাপদ এবং সহজগম্য ব্যবস্থা চালু করুন, পরীক্ষা করুন এবং এগুলো প্রচার করুন। এগুলোর ব্যবহারকে উৎসাহিত করুন। ব্যবস্থাগুলো নির্ভরযোগ্য কি না এবং ব্যবহার করা হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য মতামত নিন এবং অন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহ করুন।

b. কর্মীরা এসইএএইচ কীভাবে চিহ্নিত করবেন এবং কোনও রিপোর্ট পেলে বা কোনও ঘটনার বিষয়ে অবগত হলে কী করতে হবে তা জানানোর জন্য নির্দেশিকা তৈরি করুন এবং সেগুলো বাস্তবায়ন করুন।

c. যথা সময়ে, ন্যায্যতার সাথে, গোপনীয়ভাবে, নিরাপদ এবং ট্রমা-সচেতন পদ্ধতিতে এসইএএইচ বিষয়ক অভিযোগের ক্ষেত্রে সাড়া প্রদান এবং তদন্ত পরিচালনা করুন। এই বিষয়গুলোর মূলে রয়েছে ভিক্টিম-সার্ভাইভারের মর্যাদা, প্রয়োজন এবং অধিকার।

d. এসইএএইচ-এর ঘটনায়, এসইএএইচ অভিযোগের কেউ রিপোর্ট করলে বা তদন্তে অংশ নেওয়ার ফলে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ড হলে সময়োচিত ও যথাযথ শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

e. ঘটনাগুলো অপরাধ বলে গণ্য হলে ভিক্টিম-সার্ভাইভারদের সম্মতি নিয়ে (শিশুদের ক্ষেত্রে তাদের পিতামাতা/পরিচর্যাকারী/অভিভাবক/বিশ্বস্ত ব্যক্তির সম্মতি নিয়ে) এবং নিরাপদ বলে বিবেচনা করলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে রেফার করুন।

৬. মনিটরিং : অগ্রগতি জানতে , শিখতে এবং উন্নত করতে ডেটা (তথ্য-উপাত্ত) ব্যবহার করুন

a. যেখানে যা ভুল হয়েছে সেগুলোসহ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিন।

b. পিএসইএএইচ-এর অনুশীলন এবং শিখন শেয়ার করে নেওয়ার মাধ্যমে পন্থাগুলোকে শক্তিশালী এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ করুন।

c. পিএসইএএইচ পন্থাগুলোর প্রভাব মনিটরিং ও মূল্যায়ন করতে ডেটা (তথ্য-উপাত্ত) সংগ্রহ করুন এবং ব্যবহার করুন (উদাহরণস্বরূপ, এসইএএইচ বিষয়ক অভিযোগের সংখ্যা এবং ফলাফল, ফিডব্যাক, জরিপ)।

d. গোপনীয়তা রক্ষা করে এসইএএইচ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ ও শেয়ার করুন, যাতে পিএসইএএইচ সম্পর্কিত বৈশ্বিক প্রামাণিক ভিত্তি গড়ে তুলতে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রদর্শন করতে সাহায্য করা যায়।

[*] টেকসই উন্নয়ন এবং এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা

[*] শব্দ, সংজ্ঞা এবং শব্দসংক্ষেপের ওপর নোট দেখুন।